সমকাল

তারিখ ... 11 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ .....

বাড়তি টাকা ফেরত দিচ্ছে স্কুলগুলো

■ সমকাল প্রতিবেদক

অবশেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা বাড়তি টাকা ফেরত দিচ্ছে রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলো। কোনো কোনো স্কুল বাড়তি টাকা ফেরত না দিয়ে আগামী মাসের টিউশন ফির সঙ্গে সমন্বয় করার কথা জানিয়েছে। রাজধানীর কয়কটি স্কুল ঘুরে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৩ ফেব্রুয়ারি এক নির্দেশে সাত দিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত ভর্তি, সেশন, টিউশন ফি ও এসএসসির ফরম পূরণে নেওয়া বাড়তি টাকা ফেরত দিতে বলে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি রোববার সাত কর্মদিবস শেষ হবে। এ সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

> ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফেরত না দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
>
> নুরুল ইসলাম নাহিদ
> শিক্ষামন্ত্রী

ঐতিহ্যবাহী ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে এবার বেতন ও ভর্তি ফির ক্ষেত্রে ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বাড়তি ফি আদায় নিয়ে অভিভাবকদের অসন্তোষ ও আন্দোলনের মধ্যেই টিউশন ফি বাড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যালয়টি। জানুয়ারি মাস পেরিয়ে গেলেও এ প্রতিষ্ঠানে এখনও ভর্তি সম্পন্ন হয়নি। দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর বাবা সমকালকে জানান, চলতি মাসের ৭ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে ভর্তি নেওয়া হবে। তাই ভর্তি ফি কিংবা অতিরিক্ত বেতন ফেরত দেওয়ার বিষয়ে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।

অভিভাবক আফরিনা মাসুমার আশঙ্কা, বছরের শুরুতে ভর্তি ও বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে গণমাধ্যম সরব থাকে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবার দেরিতে ভর্তি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এটি অতিরিক্ত ফি নেওয়ার আরেক ফন্দি।

রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে নেওয়া অতিরিক্ত বেতন ও ভর্তি ফি চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে বলে গত সোমবার অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে জানানো হয়েছে। এক অভিভাবক সমকালকে বলেন, অতিরিক্ত ভর্তি ফি ও বেতন ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার কথা বলা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বেতন গ্রহণ স্থগিত রেখেছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল হোসেন সমকালকে বলেন, যারা নতুন ভর্তি হয়েছে তাদের টাকা গতকাল বুধবার থেকে ফেরত দেওয়া শুরু হয়েছে। বুধবার থেকে ব্যাংকে বেতন দেওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে জানুয়ারি মাসে একশ' টাকা বেতন বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছিল। এ স্কুলের এক ছাত্রের মা সমকালকে বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে বেতন একশ' টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গরমের সময় ঠিকমতো না চলানোর পরেও জেনারেটর ফি, ডায়েরি, বর্ষপঞ্জিসহ বিভিন্ন খাত সৃষ্টি করে অতিরিক্ত সাড়ে নয়শ' টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি।

২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরেও অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত না দেওয়ায় ভিকারুননিসা, মনিপুর ও আইডিয়াল স্কুলের তিন অধ্যক্ষের সরকারি এমপিওভুক্তি স্থগিত করা হয়েছিল। এর পরও তারা অভিভাবকদের কিছু টাকা ফেরত দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রভাবে বেতন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সচল করে নেন। এবারও এমন কিছু ঘটবে কি-না- তা নিয়ে অভিভাবকরা শঙ্কিত। অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, অতীতে দেখা গেছে সরকারি

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

বাড়তি টাকা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

নির্দেশনার পরেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দেয় না।

গত দুই সপ্তাহজুড়ে রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলোতে তদন্ত চালিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক গৌর চন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ তদন্তে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা আদায়ের প্রমাণ মিলেছে। এ ছাড়াও বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ইচ্ছামতো ভর্তি ফি আদায় ও বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ উঠেছে। মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, 'আমরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সাতটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছি। কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নেবে।'